প্রশ্নোত্তরে

সহজ আক্বীদা শিক্ষা

আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

নিবরাস প্রকাশনী

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	
প্রথম অধ্যায়	
প্রশ্ন- ১: বান্দার উপর সর্বপ্রথম ওয়াজিব কাজ কোন্‌টি?	১৬
প্রশ্ন- ২: তোমার রব কে?	১৬
প্রশ্ন- ৩: তোমার রব কোথায়?	১৬
প্রশ্ন- ৪: আল্লাহ কি সর্বত্র বিরাজমান?	১৬
প্রশ্ন- ৫: আল্লাহ কি তাঁর সৃষ্টির সাথে আছেন?	১৬
প্রশ্ন- ৬: আল্লাহ কি নিরাকার?	১৬
প্রশ্ন- ৭: আল্লাহ্‌র কি হাত, পা, চেহারা, চোখ আছে?	১৭
প্রশ্ন- ৮: আল্লাহ্‌র কি ইচ্ছা আছে?	১৭
প্রশ্ন- ৯: আল্লাহ কি কথা বলেন, শোনেন, দেখেন, হাসেন, আনন্দিত হন, রাগ করেন, ভালোবাসেন, সন্তুষ্ট হন, ক্ষমা করেন, দয়া করেন?	১৭
প্রশ্ন- ১০: আল্লাহ্‌র এসব গুণ কেমন?	১৭
প্রশ্ন- ১১: পরকালে মুমিনগণ কি আল্লাহকে দেখবে?	১৮
প্রশ্ন- ১২: তোমার নবী কে?	১৮
প্রশ্ন- ১৩: রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম মাটির তৈরী নাকি নূরের তৈরী?	১৮
প্রশ্ন- ১৪: রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম কি গায়েব জানতেন?	১৮
প্রশ্ন- ১৫: রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম কি মৃত্যুবরণ করেছেন?	১৮
প্রশ্ন- ১৬: রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম কি মানুষের মাঝে উপস্থিত হতে সক্ষম?	১৮
প্রশ্ন- ১৭: তোমার দ্বীন কী?	১৯
প্রশ্ন- ১৮: ইসলাম কী?	১৯
প্রশ্ন- ১৯: দ্বীনের স্তর কয়টি এবং কী কী?	১৯
প্রশ্ন- ২০: ইসলামের রুকন কয়টি এবং কী কী?	১৯
প্রশ্ন- ২১: ইসলামে 'শাহাদাতাইন'-এর গুরুত্ব কতটুকু?	২০
প্রশ্ন- ২২: 'লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হ' (لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ) অর্থ কী?	২০
প্রশ্ন- ২৩: 'লা ইলাহা' দ্বারা উদ্দেশ্য কী?	২০
প্রশ্ন- ২৪: 'ইল্লাল্লা-হ' দ্বারা উদ্দেশ্য কী?	২০
প্রশ্ন- ২৫: 'লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হ'-এর শর্ত কয়টি এবং কী কী?	২০

প্রশ্ন- ২৬: 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' বলার মাধ্যমে একজন মানুষ কখন উপক	২১
প্রশ্ন- ২৭: 'মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র রাসূল'-একথার সাক্ষ্য দেয়ার অর্থ কী	২১
প্রশ্ন- ২৮: বিদ'আত কাকে বলে?	২১
প্রশ্ন- ২৯: দ্বীনের দ্বিতীয় স্তর কী?	২১
প্রশ্ন- ৩০: ঈমান কাকে বলে?	২২
প্রশ্ন- ৩১: ঈমান কি বাড়ে এবং কমে?	২২
প্রশ্ন- ৩২: ঈমান কী দ্বারা বাড়ে?	২২
প্রশ্ন- ৩৩: ঈমান কী দ্বারা কমে?	২২
প্রশ্ন- ৩৪: ঈমানের শাখা-প্রশাখা কয়টি?	২২
প্রশ্ন- ৩৫: ঈমানের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন শাখা কোন্‌টি?	২২
প্রশ্ন- ৩৬: ঈমানের রুকন কয়টি এবং কী কী?	২৩
প্রশ্ন- ৩৭: দ্বীন ইসলামের তৃতীয় স্তর কী?	২৩
প্রশ্ন- ৩৮: ইহ্‌সান কাকে বলে?	২৩
প্রশ্ন- ৩৯: মর্যাদার দিক দিয়ে দ্বীনের সর্বোচ্চ স্তর কোন্‌টি?	২৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রশ্ন- ১: রব অর্থ কি?	২৪
প্রশ্ন- ২: 'আল্লাহ' অর্থ কি?	২৪
প্রশ্ন- ৩: আমাদেরকে কে সৃষ্টি করেছেন?	২৪
প্রশ্ন- ৪: আমাদেরকে আল্লাহ কেন সৃষ্টি করেছেন?	২৪
প্রশ্ন- ৫: আমরা কিভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করবো?	২৪
প্রশ্ন- ৬: আল্লাহ কি আমাদের নিকট রাসূল পাঠিয়েছেন?	২৪
প্রশ্ন- ৭: তিনি কে?	২৫
প্রশ্ন- ৮: আল্লাহ তাঁকে কেন পাঠিয়েছেন?	২৫
প্রশ্ন- ৯: আমাদের উপর কি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর অনুসরণ করা ওয়াজিব?	২৫
প্রশ্ন- ১০: যে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর অনুসরণ করে, তার প্রতিদান কী?	২৫
প্রশ্ন- ১১: যে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নাফরমানী করে, তার প্রতিদান কী?	২৫
প্রশ্ন- ১২: জান্নাত এবং জাহান্নাম কি সৃষ্ট অবস্থায় রয়েছে?	২৫

প্রশ্ন- ১৩: আমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে কিভাবে ভালোবাসবো? ২৫
প্রশ্ন- ১৪: আল্লাহ তা'আলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আদেশ কোন্‌টি? ২৬
প্রশ্ন- ১৫: একজন মুসলিমের জন্য তাওহীদের উপকারিতা কী? ২৬
প্রশ্ন- ১৬: 'তাওহীদ' (تَوْحِيْدٌ) শব্দের আভিধানিক অর্থ কী? ২৬
প্রশ্ন- ১৭: তাওহীদ কাকে বলে? ২৬
প্রশ্ন- ১৮: তাওহীদ কয় প্রকার এবং কী কী? ২৭
প্রশ্ন- ১৯: 'তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ' কাকে বলে? ২৭
প্রশ্ন- ২০: 'তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ' কাকে বলে? ২৭
প্রশ্ন- ২১: 'তাওহীদুল আসমা-ই ওয়াছ-ছিফাত' কাকে বলে? ২৭
প্রশ্ন- ২২: মক্কার মুশরিকরা তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ-তে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম কেন তাদেরকে কাফের গণ্য করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন? ২৮
প্রশ্ন- ২৩: আল্লাহ্‌র কয়েকটি নাম বলো। ২৮
প্রশ্ন- ২৪: আল্লাহ্‌র কয়েকটি গুণ বলো। ২৮
প্রশ্ন- ২৫: আল্লাহকে তুমি কিভাবে চিনেছো? ২৯
প্রশ্ন- ২৬: ইবাদত কাকে বলে? ২৯
প্রশ্ন- ২৭: ইবাদত কবুলের শর্ত কয়টি এবং কী কী? ২৯
প্রশ্ন- ২৮: কয়েকটি ইবাদতের নাম বলো। ২৯
প্রশ্ন- ২৯: কেউ যদি কোন ইবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য সম্পাদন করে, তাহলে তার হুকুম কী? ২৯
প্রশ্ন- ৩০: তাওহীদের বিপরীত বিষয় কী? ৩০
প্রশ্ন- ৩১: আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে বড় পাপ কোন্‌টি? ৩০

প্রশ্ন- ৩২: শিরক কাকে বলে? ৩০
প্রশ্ন- ৩৩: শিরক কয় প্রকার ও কী কী? ৩০
প্রশ্ন- ৩৪: 'শিরকে আকবার'-এর উদাহরণ দাও। ৩১
প্রশ্ন- ৩৫: 'শিরকে আছগার'-এর উদাহরণ দাও। ৩১
প্রশ্ন- ৩৬: শিরকের সাথে কোনো আমল কি ফায়দা দিবে? ৩১
প্রশ্ন- ৩৭: কোন্ কোন্ মূলনীতি জানা প্রত্যেকটি মুসলিমের ৩১

উপর ওয়াজিব?

তৃতীয় অধ্যায়

প্রশ্ন- ১: 'তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ' (تَوْحِيْدُ الرُّبُوْبِيَّةِ)-এর একটা দলীল দাও। ৩২
প্রশ্ন- ২: 'তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ' (تَوْحِيْدُ الأُلُوْهِيَّةِ)-এর একটা দলীল দাও। ৩২
প্রশ্ন- ৩: 'তাওহীদুল আসমা-ই ওয়াছ-ছিফাত' (تَوْحِيْدُ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ)-এর একটা দলীল দাও। ৩২
প্রশ্ন- ৪: 'তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ' (تَوْحِيْدُ الأُلُوْهِيَّةِ)-এর অপর নাম কী? ৩৩
প্রশ্ন- ৫: তোমার রব কোথায়? দলীলসহ বলো। ৩৩
প্রশ্ন- ৬: তোমার রব যে আরশের উপর, কুরআন থেকে তার পক্ষে আরো কিছু দলীল পেশ কর। ৩৩
প্রশ্ন- ৭: তোমার রব যে আরশের উপর, তার প্রমাণে হাদীছ থেকে কিছু দলীল পেশ কর। ৩৪
প্রশ্ন- ৮: তোমার রব যে আরশের উপর সমুন্নত, সঠিক যুক্তির আলোকে তার বিশ্লেষণ কর। ৩৬
প্রশ্ন- ৯: 'আল্লাহ আরশের উপর সমুন্নত'-একথা যারা বিশ্বাস করে না, তাদের সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) কী বলেছেন? ৩৭
প্রশ্ন- ১০: আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনার অর্থ কী? ৩৭
প্রশ্ন- ১১: আল্লাহ্‌র নামসমূহ এবং গুণাবলিকে কিভাবে মানতে হবে? ৩৮
প্রশ্ন- ১২: আল্লাহ্‌র নামসমূহ এবং গুণাবলিতে বিশ্বাসের বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে বলো। ৩৮
প্রশ্ন- ১৩: আল্লাহ্‌র নামসমূহ এবং গুণাবলির ক্ষেত্রে কারা বিভ্রান্ত হয়ে গেছে? ৩৮
প্রশ্ন- ১৪: ফেরেশতামণ্ডলীর প্রতি ঈমান আনার অর্থ কী? ৩৯
প্রশ্ন- ১৫: কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনার অর্থ কী? ৩৯
প্রশ্ন- ১৬: রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনার অর্থ কী? ৩৯
প্রশ্ন- ১৭: 'উলুল আয্‌মি মিনার-রুসুল' (أُوْلُو الْعَزْمِ مِنَ ৩৯

(الرُّسُلِ) বা 'সুদৃঢ় সংকল্পের অধিকারী রাসূলগণ' কে কে?

প্রশ্ন- ১৮: রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম মাটির তৈরী নাকি নূরের তৈরী? দলীল সহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। ৪০

প্রশ্ন- ১৯: রাসূল ধ যে মাটির তৈরী মানুষ ছিলেন, তা বাস্তবতা, সুস্থ বিবেক ও সঠিক যুক্তির নিরিখে বিশ্লেষণ কর। ৪১

প্রশ্ন- ২০: পরকালের প্রতি ঈমান আনার অর্থ কী? ৪২

প্রশ্ন- ২১: তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনার অর্থ কী? ৪২

প্রশ্ন- ২২: তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনার ক্ষেত্রে কারা বিভ্রান্ত হয়েছে? ৪২

প্রশ্ন- ২৩: কুরআন কি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত নাকি আল্লাহ্‌র সৃষ্ট (মাখলূক্ব)? ৪৩

প্রশ্ন- ২৪: আমল ছাড়া ঈমান কি কোন কাজে আসবে? ৪৩

প্রশ্ন- ২৫: কাউকে সন্তুষ্ট করার জন্য আল্লাহ ব্যতীত তার নামে যবেহ করার হুকুম কী? ৪৩

প্রশ্ন- ২৬: আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে মানত করার হুকুম কী? ৪৪

প্রশ্ন- ২৭: আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে আশ্রয় চাওয়ার হুকুম কী? ৪৪

প্রশ্ন- ২৮: কোন ব্যক্তিকে জান্নাতী বা জাহান্নামী বলে আখ্যায়িত করা যাবে কি? ৪৫

প্রশ্ন- ২৯: পাপ করার কারণে কোন মুসলিম ব্যক্তিকে 'কাফের' বলা যাবে কি? ৪৫

প্রশ্ন- ৩০: মুমিনদের সাথে 'অলা' প্রতিষ্ঠার অর্থ কী? ৪৬

প্রশ্ন- ৩১: কাফেরদের সাথে 'অলা' প্রতিষ্ঠা করা যাবে কি? ৪৬

প্রশ্ন- ৩২: নবীগণ আলাইহিমুস সালাম -এর পরে সর্বোত্তম মানুষ কে? ৪৬

প্রশ্ন- ৩৩: আমাদের উপর ছাহাবায়ে কেরামের অধিকার কতটুকু? ৪৬

প্রশ্ন- ৩৪: আমাদের উপর নবী-পরিবারের অধিকার কী? ৪৭

প্রশ্ন- ৩৫: যে ব্যক্তি কোন ছাহাবীকে বা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর কোন স্ত্রীকে গালি দেয়, তার শাস্তি কি? ৪৭

প্রশ্ন- ৩৬: 'আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত' কারা? ৪৮

চতুর্থ অধ্যায়

প্রশ্ন- ১: কবরে সুখ ও শাস্তির বিষয়টি কি কুরআন-হাদীছ দ্বারা ৪৯

প্রমাণিত?
প্রশ্ন- ২: আল্লাহ্‌র অলী হওয়ার বিষয়টি কি শুধু কতিপয় মুমিনের সাথে নির্দিষ্ট নাকি সকল মুমিনের ক্ষেত্রেই তা সম্ভব? ৫০
প্রশ্ন- ৩: অলী-আওলিয়া কি গায়েবের খবর জানেন? ৫০
প্রশ্ন- ৪: নবী-রাসূল ছাড়া আল্লাহ্‌র অন্যান্য অলী-আউলিয়া কি ছগীরা এবং কাবীরা গোনাহ থেকে মুক্ত? ৫১
প্রশ্ন- ৫: ঈসা আলাইহিস সালাম মৃতদেরকে জীবিত করতে পারতেন এবং মানুষ তাদের বাড়িতে যা কিছু সঞ্চয় করত, তা জানতেন। প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে অন্যান্য অলী-আউলিয়া দ্বারা কি এমনটি সম্ভব? ৫১
প্রশ্ন- ৬: আল্লাহ তা'আলা বলেন, أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ 'মনে রেখো, যারা আল্লাহ্‌র অলী, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না' *(ইউনুস ৬২)*। উক্ত আয়াত কি অলী-আউলিয়ার নিকট প্রার্থনা করার বৈধতা নির্দেশ করে? ৫২
প্রশ্ন- ৭: উপস্থিত জীবিত ব্যক্তিদের সাহায্য প্রার্থনা করা যাবে কি? ৫২
প্রশ্ন- ৮: মুমিনগণ জান্নাতে তাঁদের প্রতিপালককে দেখতে পাবেন কি? ৫২
প্রশ্ন- ৯: মৃত ব্যক্তিরা কি শুনতে পায় এবং আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দেয়? ৫৩
প্রশ্ন- ১০: মূর্খ ব্যক্তিরা যেসব কবরবাসীকে সম্মান করে, তাদের কবরে মাঝে মাঝে কিসের শব্দ শোনা যায়? ৫৪
প্রশ্ন- ১১: হিংসা ও বদ-নযর প্রতিরোধের জন্য রিং, সূতা, আঙটি ইত্যাদি হাতে, গলায় বা যানবাহনে ঝুলিয়ে রাখার হুকুম কী? ৫৪
প্রশ্ন- ১২: মাটি, পাথর বা গাছ-গাছালির মাধ্যমে বরকত কামনা করা জায়েয আছে কি? ৫৪
প্রশ্ন- ১৩: মুনাফিক্বী কত প্রকার ও কী কী? ৫৫
প্রশ্ন- ১৪: কুফরী কত প্রকার ও কী কী? ৫৬
প্রশ্ন- ১৫: শাফা'আত কত প্রকার ও কী কী? ৫৭

প্রশ্ন- ১৬: রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম যেহেতু কিয়ামতের দিন শাফা'আত করবেন, সেহেতু তাঁর কাছে কি শাফা'আত চাওয়া যাবে? ৫৯
প্রশ্ন- ১৭: অসীলা কত প্রকার ও কী কী? ৫৯
প্রশ্ন-১৮ :নেককার লোকের কবরের নিকট গিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করার হুকুম কী? ৬১
প্রশ্ন-১৯ : আল্লাহ্‌র কাছে কোন কিছু চাওয়ার ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তিকে সুপারিশকারী হিসাবে গ্রহণ করার হুকুম কী? ৬১
প্রশ্ন- ২০: কা'বা ছাড়া অন্য কিছুর ত্বওয়াফ করা কি বৈধ? ৬১
প্রশ্ন- ২১: নেককার লোকদের পুরাতত্ত্ব ও প্রাচীন নিদর্শনাবলী অনুসন্ধান করা এবং সেগুলোর মাধ্যমে বরকত কামনা করা কি ইবাদত নাকি বিদ'আত? ৬২
প্রশ্ন- ২২: মসজিদের ভেতরে মৃত দাফন করা অথবা কবরের উপরে মসজিদ নির্মাণ করা কি জায়েয? ৬৩
প্রশ্ন- ২৩: কবরের উপর ঘর নির্মাণ করার বিধান কী? ৬৪
প্রশ্ন- ২৪: রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে কি মসজিদের ভেতরে দাফন করা হয়েছিল? ৬৪

প্রশ্ন- ২৫: কবর সামনে রেখে ছালাত আদায় করা জায়েয আছে কি? ৬৬
প্রশ্ন- ২৬: রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম কি তাঁর কবরে জীবিত আছেন? মীলাদুন্নবী অনুষ্ঠানে কি তিনি উপস্থিত হন? ৬৬
প্রশ্ন- ২৭: যাদু শেখা এবং তদনুযায়ী আমল করার বিধান কী? ৬৭
প্রশ্ন- ২৮: চিকিৎসার জন্য যাদুকরের কাছে যাওয়া জায়েয আছে কি? ৬৮
প্রশ্ন- ২৯: যাদুকরের কাছে কি কোন উপকার বা কল্যাণ আছে? ৬৮
প্রশ্ন- ৩০: নিজেদের দেহে আঘাত করা, শক্ত কোন বস্তু খাওয়া ইত্যাদি যেসব কর্মকাণ্ড ভেলকিবাজরা করে থাকে, সেগুলো কি যাদু ও ভেলকিবাজি নাকি বাস্তব ও কারামত? ৬৮
প্রশ্ন- ৩১: কারামত কী? ৬৯
প্রশ্ন- ৩২: 'কারামতে আউলিয়া'র কিছু উদাহরণ দাও? ৭০
প্রশ্ন- ৩৩: 'কারামতে আউলিয়া' কি ব্যক্তির নিজস্ব কোনো ক্ষমতা প্রমাণ করে? ৭০
প্রশ্ন- ৩৪: জ্যোতিষী, গণক, ভবিষ্যদ্বক্তা প্রমুখের কাছে ৭০

যাওয়া কি বৈধ?

প্রশ্ন- ৩৫: যাদুতে আক্রান্ত হওয়ার আগে বা পরে তা থেকে বাঁচার উপায় কি? ৭১

প্রশ্ন- ৩৬: কল্যাণ সাধন বা অকল্যাণ দূরীকরণে তারকারাজির কোন প্রভাব আছে-এমন বিশ্বাস করা কি জায়েয? ৭২

প্রশ্ন- ৩৭: ভবিষ্যতে মানুষের যা ঘটবে, সেক্ষেত্রে কি রাশির কোন প্রভাব থাকে? ৭৩

প্রশ্ন- ৩৮: যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে বা আল্লাহ্‌র কোন আয়াতের সাথে বা তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর সাথে অথবা ইসলামের সাথে ঠাট্টা করে, তার হুকুম কী? ৭৩

প্রশ্ন- ৩৯: ঈমান ও ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ কয়টি এবং কী কী? ৭৪

প্রশ্ন- ৪০: আল্লাহ বলেন, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوْا أَنفُسَهُمْ جَاءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا 'আর তারা যখন নিজেদের প্রতি যুলম করেছিল, তখন যদি তারা আপনার কাছে আসত, অতঃপর আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রাসূলও যদি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, তাহলে অবশ্যই তারা আল্লাহকে তওবাহ কবূলকারী এবং মেহেরবানরূপে পেত' *(আন-নিসা, ৪/৬৪)*। উক্ত আয়াত কি প্রমাণ করে যে, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর মৃত্যুর পরেও তাঁর কাছ থেকে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চাওয়ার আবেদন করা যাবে? ৭৭

পঞ্চম অধ্যায়

প্রশ্ন- ১: 'আক্বীদা' (اَلْعَقِيْدَةُ) কথাটি বিশ্লেষণ কর। ৭৯

প্রশ্ন- ২: তাওহীদ ও শিরক-এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী সূত্র বলো। ৮০

প্রশ্ন- ৩: 'তাওহীদ'-এর গুরুত্ব ও ফযীলত বর্ণনা কর। ৮০

প্রশ্ন- ৪: শিরক কখন শুরু হয়, তা সংক্ষেপে বলো। ৮১

প্রশ্ন- ৫: সংক্ষেপে শিরকের ভয়াবহতা ও শাস্তি বর্ণনা কর। ৫২

প্রশ্ন- ৬: 'তাগূত্ব' (طَاغُوْتٌ) কী? ৮২

প্রশ্ন- ৭: ‘তাগূত্ব’-এর সাথে কুফরী করা এবং আল্লাহ্র উপর ঈমান আনার হুকুম কী? দলীলসহ উল্লেখ কর। ৮২
প্রশ্ন- ৮: ‘তাগূত্ব’-এর সাথে কুফরীর ধরণ কী? ৮৩
প্রশ্ন- ৯: ‘তাগূত্ব’-এর কয়েকটি উদাহরণ দাও। ৮৩
প্রশ্ন- ১০: ‘কুফর’ (كُفْرٌ) কাকে বলে? কত প্রকার ও কী কী? ৮৪
প্রশ্ন- ১১: উভয় প্রকার ‘কুফর’ (كُفْرٌ)-এর সংজ্ঞা, হুকুম ও উদাহরণ পেশ কর। ৮৪
প্রশ্ন- ১২: ‘ইসলাম’, ‘ঈমান’ ও ‘ইহ্সান’-এর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কী? ৮৫
প্রশ্ন- ১৩: ইবাদতের রুকন কয়টি ও কী কী? ৮৫
প্রশ্ন- ১৪: ভালবাসা কয় প্রকার ও কী কী? হুকুম ও দলীলসহ বর্ণনা কর। ৮৬
প্রশ্ন- ১৫: ভয় কাকে বলে? কয় প্রকার ও কী কী? হুকুম ও দলীলসহ বর্ণনা কর। ৮৭
প্রশ্ন- ১৬: আশা-আকাঙ্খা কাকে বলে? কয় প্রকার ও কী কী? হুকুমসহ বর্ণনা কর। ৮৯
প্রশ্ন- ১৭: ‘তাওয়াক্কুল’ (تَوَكُّلٌ) কাকে বলে? শরী‘আত অনুমোদিত তাওয়াক্কুল কেমন? ৯০
প্রশ্ন- ১৮: ‘তাওয়াক্কুল’ কয় প্রকার ও কী কী? হুকুমসহ বর্ণনা কর। ৯০
প্রশ্ন- ১৯: আমরা সর্বদা কার উপর তাওয়াক্কুল করবো? ৯১
প্রশ্ন- ২০: ‘দো‘আ’ কী? কয় প্রকার ও কী কী? আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে দো‘আ করার হুকুম কী? ৯১
প্রশ্ন- ২১: ঝাড়ফুঁক কী? ইহা কত প্রকার ও কী কী? ইসলামে কি ঝাড়ফুঁক জায়েয? ৯২
প্রশ্ন- ২২: তা‘বীয (تَعْوِيْذٌ) কী? ইসলামে তা‘বীয ব্যবহারের হুকুম কী? ৯৩
প্রশ্ন- ২৩: কবর যিয়ারত কয় প্রকার ও কী কী? ৯৪
প্রশ্ন- ২৪: ‘নুশরা’ (اَلنُّشْرَةُ) কাকে বলে? কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকারের হুকুম বর্ণনা কর। ৯৫
প্রশ্ন- ২৫: ‘যদি’ (لَوْ) শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে কী জানো? ৯৫

মাতুরীদী আক্বীদা শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। কারণ আমাদের হানাফী ভাইয়েরা ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ -এর প্রতি অতিভক্তি দেখালেও তার আক্বীদা তারা গ্রহণ করতে পারেনি। আহলেহাদীছ ক্বওমী শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশুদ্ধ আক্বীদার যথেষ্ট গুরুত্ব থাকলেও বাংলা ভাষায় কোমলমতি শিক্ষার্থীদের উপযোগী সার্বজনীন কোন আক্বীদার বই মেলা ভার। সেজন্য, **আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ**, নারায়ণগঞ্জ ও রাজশাহী-এর প্রাথমিক স্তরের ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের বিশুদ্ধ আক্বীদা শিক্ষা দেয়ার লক্ষ্যে এই পুস্তিকাটি প্রণয়ন করি। বইটির নাম দিই, **'প্রশ্নোত্তরে ছোটদের ছহীহ আক্বীদা শিক্ষা'**। এটিকে প্রাথমিক স্তরের ৫টি শ্রেণির জন্য প্রথম শ্রেণি, দ্বিতীয় শ্রেণি, তৃতীয় শ্রেণি, চতুর্থ শ্রেণি ও পঞ্চম শ্রেণি- এভাবে সাজানো হয়েছিলো। সাধারণ জনগণের এর প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদার উপর ভিত্তি করে বইটি সবার জন্য ছাপার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি এবং এর নাম পরিবর্তন করে রাখি, **'প্রশ্নোত্তরে সহজ আক্বীদা শিক্ষা'**। বইটিকে শ্রেণি হিসাবে না সাজিয়ে অধ্যায় আকারে পুনঃবিন্যাস করি এবং কিছু প্রশ্নোত্তর যোগ করি। অর্থাৎ প্রথম অধ্যায় প্রথম শ্রেণির জন্য, দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য...এভাবে। বইটি ছাত্র শুধু নয়; বরং সাধারণ জনগণের জন্যও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বইটিতে একদিকে যেমন আক্বীদার মৌলিক বিষয়াবলি তুলে ধরা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি বিষয়গুলোকে প্রশ্নোত্তর আকারে খুব সহজ ও সাবলীল ভাষায় ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। বইটির প্রত্যেকটি বক্তব্য কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত এবং সালাফে ছালেহীন কর্তৃক সমর্থিত। কিন্তু প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স ও মেধার কথা ভেবে সব উত্তরে দলীল উল্লেখ করা হয়নি। তবে, পাদটীকায় তথ্যসূত্র উল্লেখ করা হয়েছে। 'কুতুবে সিত্তাহ' তথা বুখারী, মুসলিম, আবু দাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ-এর হাদীছ নম্বরের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের হাদীছ নম্বর অনুসরণ করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ এই ক্ষুদ্র প্রয়াসটুকু কবূল করুন। আমীন!

বিনীত

আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

প্রথম অধ্যায়

প্রশ্ন- ১: বান্দার উপর সর্বপ্রথম ওয়াজিব কাজ কোন্‌টি?

উত্তর: বান্দার উপর সর্বপ্রথম ওয়াজিব কাজ হচ্ছে, তাওহীদ সহকারে আল্লাহকে জানা।[১]

প্রশ্ন- ২: তোমার রব কে?

উত্তর: আমার রব হলেন, আল্লাহ।[২]

প্রশ্ন- ৩: তোমার রব কোথায়?

উত্তর: আমার রব আসমানে আরশের উপর সমুন্নত।[৩]

প্রশ্ন- ৪: আল্লাহ কি সর্বত্র বিরাজমান?

উত্তর: আল্লাহ সত্তাগতভাবে সর্বত্র বিরাজমান নন।[৪] তবে তাঁর জ্ঞান, ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সর্বত্র রয়েছে।[৫]

প্রশ্ন- ৫: আল্লাহ কি তাঁর সৃষ্টির সাথে আছেন?

উত্তর: আল্লাহ সত্তাগতভাবে তাঁর সৃষ্টির সাথে নেই। তবে তাঁর জ্ঞান, ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি দ্বারা তিনি তাঁর সৃষ্টির সাথে আছেন।[৬]

প্রশ্ন- ৬: আল্লাহ কি নিরাকার?

---

১. আল-আম্বিয়া, ২১/২৫; ছহীহ বুখারী, হা/২৪; ছহীহ মুসলিম, হা/৩৩; ইবনু আবিল ইয, শারহুল আক্বীদাতিত ত্বহাবিয়্যাহ, পৃঃ ২৭।

২. আশ-শূরা, ৪২/১৫।

৩. ত্ব-হা, ২০/৫; আল-আ'রাফ, ৭/৫৪; ইউনুস, ১০/৩; আর-রা'দ, ১৩/২; আল-ফুরক্বান, ২৫/৫৯; আস-সাজদাহ, ৩২/৪; আল-হাদীদ, ৫৭/৪; ছহীহ বুখারী, হা/২৯৬৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৮২; ইমাম আবু হানীফা, আল-ফিক্বহুল আকবার, পৃঃ ১৩৫- এরকম আরো অসংখ্য প্রমাণ আছে।

৪. যেমনটি আমরা আগের প্রশ্নটির উত্তরে দেখে আসলাম।

৫. আল-মুজাদিলাহ, ৫৮/৭; ইমাম আহমাদ, আল-আক্বীদাহ, পৃঃ ১০৮; ইবনু আব্দিল বার, আত-তামহীদ, ৭/১৩৮-১৩৯।

৬. আত-তাওবাহ, ৯/৪০, আল-মুজাদিলাহ, ৫৮/৭; আল-আক্বীদাহ, পৃঃ ১০৮।

উত্তর: আল্লাহ তা'আলা নিরাকার নন; বরং তাঁর আকার রয়েছে।[৭]

প্রশ্ন- ৭: আল্লাহ্‌র কি হাত, পা, চেহারা, চোখ আছে?

উত্তর: জী, আল্লাহ্‌র হাত, পা, চেহারা, চোখ আছে।[৮]

প্রশ্ন- ৮: আল্লাহ্‌র কি ইচ্ছা আছে?

উত্তর: জী, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা আছে।[৯]

প্রশ্ন- ৯: আল্লাহ কি কথা বলেন, শোনেন, দেখেন, হাসেন, আনন্দিত হন, রাগ করেন, ভালোবাসেন, সন্তুষ্ট হন, ক্ষমা করেন, দয়া করেন?

উত্তর: জী, আল্লাহ কথা বলেন, শোনেন, দেখেন, হাসেন, আনন্দিত হন, রাগ করেন, ভালোবাসেন, সন্তুষ্ট হন, ক্ষমা করেন, দয়া করেন।[১০]

প্রশ্ন- ১০: আল্লাহ্‌র এসব গুণ কেমন?

উত্তর: আল্লাহ্‌র এসব গুণ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত; তবে সেগুলো যে কেমন তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না।[১১]

---

৭. বহু আয়াত ও হাদীছে প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র হাত, পা, চোখ, চেহারা, নাফস ইত্যাদি আছে। তিনি দেখেন, শুনেন, রিযিক্ব দেন, হায়াত-মঊত দেন, দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন- এ জাতীয় বহু গুণও আল্লাহ্‌র রয়েছে। এসবকিছুই প্রমাণ করে, মহান আল্লাহ নিরাকার নন। উল্লেখ্য, আল্লাহ্‌র কোনো গুণ কারো সাথে তুলনীয় নয়। মহান আল্লাহ বলেন, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ 'কোন কিছুই তার মত নয়। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা' *(আশ-শূরা, ৪২/১১)*।

৮. আল-বাক্বারাহ, ২/১১৫, আলে ইমরান, ৩/২৬, আল-মায়েদাহ, ৫/৬৪, আল-ফাত্‌হ, ৪৮/১০, ছোয়াদ, ৩৮/৭৫, আর-রহমান, ৫৫/২৬-২৭, আল-মুলক, ৬৭/১, আল-ক্বলাম, ৬৮/৪২, আল-ক্বমার, ৫৪/১৪, ত্ব-হা, ২০/৩৯; ছহীহ বুখারী, হা/৩১৯৭, ৪৪৪৮, ৪৪৪৯, ৬৯৯০ ইত্যাদি।

৯. আল-বাক্বারাহ, ২/১৮৫, আলে ইমরান, ৩/১৭৬, আদ-দাহ্‌র, ৭৫/৩০; ছহীহ বুখারী, হা/, আল-ফিক্বহুল আকবার, পৃঃ ১৪৬।

১০. আল-বাক্বারাহ, ২/৬৪, ২০৫, ২২২, ২৫৩, ২৮৪, আন-নিসা, ৪/৯৩, ১৬৪, আল-মায়েদাহ, ৫/১১৯, আল-আ'রাফ, ৭/১৪৩; ত্ব-হা, ২০/৪৬, আয-যুমার, ৩৯/৫৩, আল-মুজাদিলাহ, ৫৮/১; ছহীহ বুখারী, হা/৭৬৯; ছহীহ মুসলিম, হা/৬৭০১।

প্রশ্ন- ১১: পরকালে মুমিনগণ কি আল্লাহকে দেখবে?

উত্তরঃ জী, পরকালে মুমিনগণ আল্লাহকে চাক্ষুষ দেখবে।[১২]

প্রশ্ন- ১২: তোমার নবী কে?

উত্তরঃ আমার নবী হলেন, মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম।[১৩]

প্রশ্ন- ১৩: রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম মাটির তৈরী নাকি নূরের তৈরী?

উত্তরঃ রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম মাটির তৈরী মানুষ ছিলেন।[১৪]

প্রশ্ন- ১৪: রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম কি গায়েব জানতেন?

উত্তরঃ না, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম গায়েব জানতেন না। আসলে আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ গায়েব জানে না।[১৫]

প্রশ্ন- ১৫: রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম কি মৃত্যুবরণ করেছেন?

উত্তরঃ জী, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম মৃত্যুবরণ করেছেন।[১৬]

প্রশ্ন- ১৬: রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম কি মানুষের মাঝে উপস্থিত হতে সক্ষম?

উত্তরঃ না, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম মানুষের মাঝে উপস্থিত হতে সক্ষম নন। কারণ, তিনি মারা গেছেন।[১৭]

প্রশ্ন- ১৭: তোমার দ্বীন কী?

---

১১. ত্ব-হা, ২০/১১০; আল-লালকাঈ, শারহু উছূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ, ৩/৫৮১, ২৬/৬; আস-সাফফারীনী, লাওয়ামি'উল আনওয়ার আল-বাহিয়্যাহ, ১/২১৩।

১২. আল-ক্বিয়ামাহ, ৭৫/২২-২৩; ছহীহ বুখারী, হা/৫২৭, ৬৯২৯; ছহীহ মুসলিম, হা/১৩০৯; আল-ফিক্বহুল আকবার, পৃঃ ৫৩; ইমাম আহমাদ, আর-রদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ ওয়ায যানাদিক্বাহ, পৃঃ ১৩২; তাফসীর কুরতুবী, ১৭/২১।

১৩. আল-আহযাব, ৩৩/৪০; ছহীহ বুখারী, হা/৯৫৫; ছহীহ মুসলিম, হা/৪৯৯।

১৪. আল-কাহ্ফ, ১৮/১১০; ফুছছিলাত, ৪১/৬; ছহীহ বুখারী, হা/৩৯২; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৫৬।

১৫. আল-আন'আম, ৫/৫০, ৫৯, আল-আ'রাফ, ৭/১৮৮, আন-নামল, ২৭/৬৫; ছহীহ বুখারী, হা/৬৮৭৬।

১৬. আলে ইমরান, ৩/১৪৪, আয-যুমার, ৩৯/৩০, ৫৯, আল-আম্বিয়া, ২১/৩৪, ৩৫, ছহীহ বুখারী, হা/১১৬৯, ৩৪০৫, ৪১০৫।

১৭. প্রাগুক্ত।